চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮

Website: (http://admission.eis.cu.ac.bd)

২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা সমমান এবং ২০১৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে যারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত শর্ত পূরণ করেছে সে সকল ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। ভর্তি প্রার্থীরা ইন্টারনেটের সুবিধা সম্বলিত কম্পিউটার থেকে Chittagong University Admission Website: (http://admission.eis.cu.ac.bd) এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করে টাকা জমা দানের জন্য নির্ধারিত পেমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করে ব্যাংকের (সোনালী/জনতা/অগ্রণী/রূপালী) যে কোন শাখায় ইউনিট প্রতি আবেদন ফি ৪৭৫/-(চারশত পঁচাত্তর) টাকা মাত্র (অনলাইন সার্ভিস চার্জ ও ব্যাংক সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য) জমা দিতে পারবেন।

১। আবেদন গ্রহণ ও আবেদন ফি জমাদানের তারিখঃ ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ দুপুর ০২:০০ টা থেকে ০৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ রাত ১২:০০ টা পর্যন্ত অনলাইনে করা যাবে। ০৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের যে কোন শাখায় ইউনিট প্রতি নির্ধারিত আবেদন ফি জমা করা যাবে।

২। ভর্তির যোগ্যতাঃ যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং যাদের নিম্নেবর্ণিত যোগ্যতা ও ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অনুষদ/বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির যোগ্যতা আছে তারা ভর্তি পরীক্ষায় অংগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

A ইউনিট (বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউট, জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ ও ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ): যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ রয়েছে তারা A ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

B ইউনিট (কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউট): যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.৭৫ রয়েছে; **অথবা** একই সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং মানবিক শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৫.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.২৫ রয়েছে; **অথবা** একই সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ব্যবসায় শিক্ষা/সমমান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.৭৫ রয়েছে তারা B ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

C ইউনিট **(ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ):** যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ রয়েছে; **অথবা** একই সালের মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষা এবং হিসাব বিজ্ঞানসহ ডিপ্লোমা ইন কমার্স/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ রয়েছে তারা C ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

D ইউনিট **(সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ, আইন অনুষদভুক্ত আইন বিভাগ, শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ এবং জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগ) :** যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের যে কোন শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৫.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.২৫ রয়েছে তারা D ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। **তবে নিম্নে উল্লিখিত অনুষদ ভিত্তিক ন্যূনতম যোগ্যতাও প্রযোজ্য হবে।**

i) যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা/ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা/অর্থনীতি বিষয়সহ গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.৭৫ রয়েছে তারা সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

ii) যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের যে কোন শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ রয়েছে তারা আইন অনুষদভুক্ত আইন বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

iii) যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের যে কোন শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৫.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.২৫ রয়েছে তারা শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

iv) যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান/মানবিক শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ রয়েছে তারা ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে (বিজ্ঞান ও মানবিক গ্রুপ) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের হিসাব বিজ্ঞান ব্যতিত ডিপ্লোমা ইন কমার্স /ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ রয়েছে তারা ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে (বিজ্ঞান ও মানবিক গ্রুপ) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

v) যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের মানবিক শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.৭৫ রয়েছে তারা জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগে (মানবিক গ্রুপ) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

৩। GCE (O Level & A Level) ও **সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সমমানের বিদেশী সার্টিফিকেটধারীদের ক্ষেত্রেঃ**

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৪ সালের বা তৎপরবর্তী সালের জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে 'বি' গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে 'সি' গ্রেড পেয়েছে এবং ২০১৭ সালের জিসিই 'এ' লেভেল (বিজ্ঞান শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি' গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা A, B ও D ইউনিট এর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। একই যোগ্যতা নিয়ে ২০১৭ সালের জিসিই 'এ' লেভেল (বাণিজ্য শাখা) পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তারা B, C ও D ইউনিট এর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

GCE (O Level & A Level) অথবা সমমানের বিদেশী সার্টিফিকেটধারী আবেদনকারীকে Equivalence করার জন্য ডিন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ অফিসে তার গ্রেডশীট/মার্কশীটসমুহের ফটোকপিসহ আবেদন করতে হবে এবং রেজিস্ট্রার, চ.বি. এর অনুকূলে অগ্রণী ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে সংগৃহীত ১০০০/- (এক হাজার) টাকার পে-অর্ডার সমতা নিরূপন ফি হিসেবে প্রদান করতে হবে। সমতা নিরূপনের পর আবেদনকারীকে একটি সমতা নিরূপন সনদপত্র প্রদান করা হবে এবং উক্ত সনদপত্রে Equivalent ID উল্লেখ থাকবে।

GCE (O Level & A Level) ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং বিদেশী সার্টিফিকেটধারী আবেদনকারীদের চ.বি. ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন অফিস থেকে প্রদত্ত Equivalent ID মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক রোল নম্বরের স্থানে ব্যবহার করে যথাযথ নিয়মে টাকা জমা দেওয়ার রসিদ সংগ্রহ করতে হবে।

এছাড়াও প্রার্থী যে বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে ভর্তি নির্দেশিকায় প্রতি ইউনিটের ৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগ/ইনস্টিটিউটের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৪। **কোটায় ভর্তির যোগ্যতাঃ** এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে সাধারণ আসন ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান-সন্ততি, ওয়ার্ড, নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি), অ-উপজাতি, বিকেএসপি, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, পেশাদার খেলোয়াড় ও দলিত জনগোষ্ঠী কোটায় ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হবে। সাধারণ আসনে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির যে যোগ্যতা নির্ধারিত আছে, কোটায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদের একই যোগ্যতা থাকতে হবে। এছাড়াও ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লিখিত যে কোটার জন্য যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তাদের তাও অবশ্যই পূরণ করতে হবে। কোটা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি চ.বি. ভর্তির ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.cu.ac.bd) পাওয়া যাবে। ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লিখিত যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্র/ছাত্রীরা সকল অনুষদের অন্তর্গত বিভাগ/ইনস্টিটিউটে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান-সন্ততি,

নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি), অ-উপজাতি, ওয়ার্ড, বিকেএসপি এবং দলিত জনগোষ্ঠী কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ও জীববিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত বিভাগ এবং ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ এ ভর্তির জন্য অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত গণিত/পরিসংখ্যান বিভাগে এবং কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ও আইন অনুষদের অন্তর্গত বিভাগে শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। শিক্ষা অনুষদের অন্তর্গত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে।

৫। ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচিঃ

ইউনিট	তারিখ	বার	সময়
C ইউনিট	২৬ অক্টোবর ২০১৭	বৃহস্পতিবার	সকাল ১০:০০ টা
D ইউনিট	২৭ অক্টোবর ২০১৭	শুক্রবার	সকাল ১০:০০ টা
B ইউনিট	২৮ অক্টোবর ২০১৭	শনিবার	সকাল ১০:০০ টা
A ইউনিট	২৯ অক্টোবর ২০১৭	রবিবার	সকাল ১০:০০ টা

এক ঘন্টা ব্যাপী একশত নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা MCQ পদ্ধতিতে নেয়া হবে। তবে চারুকলা ইনস্টিটিউট, নাট্যকলা, সংগীত এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা MCQ এবং ব্যবহারিক উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে নেয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৪০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উত্তীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুত করে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে সকল ইউনিটের ভর্তি প্রার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে সাধারণ মানের (মেমরী অপশন ব্যতিত) ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবেনু। পরীক্ষার হলে প্রার্থীর মোবাইল ফোন, Calculator with Memory Option, Electronic Device সম্বলিত ঘড়ি ও কলম বা যে কোন ধরনের Device সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। পরীক্ষার হলে কোন প্রার্থীর কাছে এরূপ যে কোন প্রকার ডিভাইস পাওয়া গেলে, প্রার্থী ব্যবহার করুক বা না করুক প্রার্থীকে বহিস্কার করা হবে।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ও ভর্তি নির্দেশিকাসহ বিস্তারিত তথ্যাদি চ.বি. ভর্তির ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.cu.ac.bd) পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটে প্রচারিত ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লেখ নেই ভর্তি সংক্রান্ত এমন কোন তথ্য জানতে হলে ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ইউনিট কার্যালয়/হেল্প ডেস্ক/হটলাইন এর নির্দিষ্ট ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। অনলাইনে ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের জন্য আবেদনকারীর করণীয় :	
i)	আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইট (http://admission.eis.cu.ac.bd) এর মাধ্যমে করতে হবে। এ ওয়েবসাইটে আবেদনকারী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ইউনিট এর ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা, নোটিশ এবং লিঙ্কসমূহ দেখতে পাবেন। যে কোন ইউনিটে আবেদন করার পূর্বে ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ভালো করে পড়ে নিন। এছাড়াও অনলাইনে প্রতি পেইজের নির্দেশাবলি পড়ে নিন।
ii)	যে কোন ইউনিটে ভর্তির আবেদন করার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইট (http://admission.eis.cu.ac.bd) এর **'আবেদন/লগইন'** বাটনে ক্লিক করতে হবে।
iii)	**'আবেদন/লগইন'** বাটনে ক্লিক করার পর **'আবেদন/লগইন'** এর তথ্যের পেইজে আবেদনকারীর উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার রোল নম্বর, পাসের সন ও বোর্ডের নাম এবং মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার রোল নম্বর প্রদান করে **'দাখিল করুন'** বাটনে ক্লিক করুন এবং পরবর্তী পেইজে আবেদনকারীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তথ্যাবলি এবং আবেদনকারী যে সকল ইউনিটে আবেদন করার যোগ্যতা রাখে তা দেখা গেলে **'নিশ্চিত করছি'** বাটনে ক্লিক করতে হবে।
iv)	আবেদনকারী ইতোমধ্যে কোন ইউনিটে আবেদন না করে থাকলে ওয়েবসাইটে আবেদনকারীর নির্দিষ্ট ফরম্যাটে একটি ফরমাল ছবি, ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোটার তথ্য চাওয়া হবে। তবে যে কোন ইউনিটে ইতোমধ্যে আবেদন করে থাকলে তথ্যগুলো পুনরায় দিতে হবে না।
v)	ছবি এবং অন্যান্য তথ্যাবলী দেয়া হলে পরবর্তী পেইজে সেগুলো নিশ্চিত করতে বলা হবে। নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারীকে যে কোন মোবাইল অপারেটর নম্বর থেকে একটি এসএমএস **১৬৩২১** নম্বরে পাঠাতে হবে। এসএমএসটির ফরম্যাট আবেদনকারী সেই পেইজেই দেখতে পাবে। এসএমএসটি পাঠানোর পর ফিরতি এসএমএস-এ আবেদনকারী একটি কনফার্মেশন কোড পাবে। এই কনফার্মেশন কোডটি আবেদনকারী পেইজের নির্ধারিত স্থানে দেয়ার পর **'নিশ্চিত করছি'** বাটনে ক্লিক করতে হবে।
vi)	সঠিক কনফার্মেশন কোড দেয়া হলে আবেদনের মূল পাতা (সকল ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য) দেখা যাবে। এই পেইজের মাধ্যমে আবেদনকারী যে সকল ইউনিটে আবেদন করার যোগ্যতা রাখেন সে সকল ইউনিটে আবেদন করে টাকা জমার রসিদ সংগ্রহ করতে পারবেন। এই পাতায় উল্লিখিত ইউনিটসমূহের যে কোনটিতে আবেদন করার জন্য ইউনিটের পাশে **'আবেদন'** বাটনে ক্লিক করতে হবে। **'আবেদন'** বাটনে ক্লিক করার পর উক্ত ইউনিটের **'আবেদন'** বাটনটির স্থানে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং সেই ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) ডাউনলোডের লিঙ্ক পাওয়া যাবে। এছাড়া পরবর্তীতে এই পেইজ থেকে আবেদনকারী তার আবেদনকৃত সকল ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ, আসন বিন্যাস, ফলাফল ইত্যাদি জানতে পারবেন।
vii)	উপরোক্ত পেইজ থেকে যে ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক সেই ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) ডাউনলোডের লিঙ্কে ক্লিক করে রসিদটি ডাউনলোড ও প্রিন্ট করে নিতে হবে। পেমেন্ট স্লিপটির দুইটি অংশ থাকবে; উপরেরটি আবেদনকারীর অংশ এবং নিচেরটি ব্যাংকের অংশ। **উল্লেখ্য যে, টাকা জমার রসিদের আবেদনকারীর অংশটি ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র নয়। ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্রের বিকল্প হিসেবে টাকা জমার**

	রসিদের অংশটুকু ব্যবহার করা যাবে না।
viii)	টাকা জমার রসিদের তথ্যসমূহ ও আবেদনকারীর ছবি সঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিতে হবে। এর পর টাকা জমার রসিদের দুইটি অংশেই নির্ধারিত স্থানে আবেদনকারীকে স্বাক্ষর করে ০৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের মধ্যে রসিদে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা **(ভর্তির প্রাথমিক আবেদন ফি, অনলাইন সার্ভিস ফি ও ব্যাংক সার্ভিস চার্জ)** দেশের ৪ (চার) টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী) এর যে কোন শাখায় জমা দিতে হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ টাকা জমার প্রমাণ স্বরূপ টাকা জমার রসিদের আবেদনকারীর অংশ কেটে আবেদনকারীকে ফেরত দিবেন।
ix)	কোন ইউনিটে আবেদনকারীর ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার তথ্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছলে তার সংশ্লিষ্ট ইউনিটের **'পেমেন্ট'** কলামে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে। ব্যাংকে টাকা জমা দেয়া না হলে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। আবেদনকারী পরীক্ষার্থীরা ১৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ থেকে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবার ১ (এক) ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ইউনিটের প্রবেশপত্র ডাউনলোড ও সংগ্রহ করতে পারবে।
x)	জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে যারা ইংরেজি মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে, তাদের মধ্যে যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা ইংরেজি মাধ্যমে দিতে আগ্রহী তাদেরকে প্রবেশপত্র সংগ্রহপূর্বক প্রবেশপত্রের ফটোকপিসহ ২২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে আবেদন করতে হবে। GCE O/A লেভেলের শিক্ষার্থী ও ইংরেজি মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদেরকে প্রবেশপত্র সংগ্রহপূর্বক প্রবেশপত্রের ফটোকপিসহ ২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে যোগাযোগ করে সিট প্ল্যান নিজ দায়িত্বে জেনে নিতে হবে।
xi)	ভর্তি পরীক্ষার সময় ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড, A লেভেলের Statement of Entry এর মূলকপি এবং ডাউনলোডকৃত দুই কপি প্রবেশপত্র পরীক্ষার হলে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
xii)	আবেদনপত্র সংশোধনের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সময় হলো ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ থেকে ১০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত। আবেদনপত্রে যে কোন সংশোধনী এবং ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোন ডকুমেন্টের ডুপ্লিকেট কপি নেয়ার জন্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রতিটি সার্ভিস এর ক্ষেত্রে অনলাইনে ৩৫০/-(তিনশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র বা হেল্প ডেস্কে ২০০/-(দুইশত) টাকা মাত্র সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য হবে।
xiii)	ভর্তি সংক্রান্ত যে কোন নিয়ম-নীতি পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।